মাতব্বরদের জন্য আগস্ট মাস থেকে নানা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। বিহিত চেয়ে গিয়েছেন স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে। কিন্তু তেমন লাভ হয়নি। তাঁদের সঙ্গে কেউ সহযোগিতা করলে তাঁকেও বয়কট ও জরিমানার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। জেলা পরিষদ সদস্য মানব পড়ুয়া বলেন, 'এই ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না।' পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য জলধর মান্না বলেন, 'এমন ঘটনা সভ্য সমাজে কাম্য নয়।' খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও জয়দেব মণ্ডল। স্থানীয় বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতিও ঘটনার নিন্দা করেছেন। মাতব্বরদের অন্যতম সুকুমার মানিক সালিশি সভার কথা মেনে নিলেও বয়কটের কথা স্বীকার করেননি। ঘটনা দম্পতির এক কিশোরী মেয়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে। মাতব্বররা গ্রাম কমিটির নামে লিখিত নোটিশ দিয়ে তাঁদের বলে, ওইদিন ক্লাব ঘরে এ নিয়ে আলোচনা হবে। মানসিক অবস্থা ভাল না থাকায় সভায় যাবেন না বলে তাঁরা জানিয়ে দেন। তারপরই তাঁদের বয়কট করার কথা ঘোষণা করা হয়।

বাপের বাড়ি খণ্ডঘোষে। তাঁর ভাই সন্দীপ ঘোষ হাসপাতালেই পুলিশের কাছে অভিযোগ করে বলেন, 'বছর দুয়েক আগে দেখাশোনা করেই দিদির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ের পর থেকে প্রায়ই বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া হত। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল দিদি। তখন বেশ কয়েকবার ৫০০০ ও ১০,০০০ টাকা করে দেওয়াও হয়েছিল। এবারও কয়েকদিন আগে ১০ হাজার টাকা বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আসার জন্য চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না থাকায় এবার সেই টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে বেকার-মদ্যপ জামাই সাহেব ঘোষ আমার দিদিকে মারধর করে। তার ওপর লাগাতার অত্যাচার চালিয়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। দিদির এক বছরের একটি ছেলে রয়েছে।' যদিও এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়নি বলে জানা গেছে। অবশ্য মৃতার ভাই সন্দীপ থানায় লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় দৃশ্যমানতা কমে যায়। সৈকতে কর্তব্যরত ... জওয়ান সৌমেন ঘোড়াই বলেন, 'হঠাৎই পুরো আকাশ কুয়াশায় ঢেকে যায়। শঙ্করপুর, মন্দারমণি এবং উদয়পুরের সৈকত অবশ্য তখন পরিষ্কার ছিল বলে জানতে পেরেছি। শুধুমাত্র দুই দিঘার সৈকত এলাকায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সমুদ্র থেকে ১০০ মিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই কুয়াশা। আধঘণ্টা পর আবার সূর্যের মুখ দেখতে পাওয়া যায়।' দখিনা বাতাস ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য কুয়াশা তৈরি হয়েছে বলে অনেকেই বলাবলি শুরু করেন। অবশ্য এ দাবি খারিজ করে দিয়েছেন হাওয়া অফিসের কর্তারা।

SALE OF CABLE MANUFACTURING UNIT, SHYAMNAGAR and COMMERCIAL PREMISES, KOLKATA

Shyamnagar Cable Manufacturing Unit, West Bengal
[with freehold land of 15 acres]*
Product profile:
Power cables, special cables, irradiated rubber cables, EB cables
[Reserve Price: Rs. 44.80 crores] (rounded up)

First Floor of Nicco House
1B and 2 Hare Street
[to the extent owned by NCL]
17000 sq feet* of prime commercial space
[Reserve Price: Rs. 11.50 crores]

**All areas are approximates and are unmeasured, on the basis of records available.*
All EOIs/bids subject to Invitation dated 07.02.2019. Please visit www.niccogroup.com and www.vinodkothari.com/nicco-liquidation for details, or drop e-mail to niccoliquidation@gmail.com.
Last date for submission of EOI is 16.02.2019.
All communication to be addressed to niccoliquidation@gmail.com
Vinod Kumar Kothari, Liquidator
NICCO Corporation Limited – in Liquidation
Nicco House, 2, Hare Street, Kolkata- 700001 e-mail: niccoliquidation@gmail.com
Registration No.: IBBI/IPA-002/IP-N00019/2016-17/10033
Date: 7th Feb.2019

তৈরি শেখা, এখন শিল্পী স্কুলপড়ুয়া

যেত, এটা কোনও দেবতার মূর্তি। চার বছর আগে বাজারে ওই প্রতিমা শিল্পীর কাছ থেকে একটি মুখের ছাঁচ নিয়ে এসে সরস্বতী প্রতিমা তৈরি করে সাগর। তার পরই সকলের নজরে পড়ে যায়। সেই থেকে প্রতিমা তৈরি শুরু। পড়ুয়া শিল্পী আরও বলল, 'কোন দেবতা কেমন দেখতে, আমার মনে থাকে না। দেবদেবীদের চিনতে অনলাইনই ভরসা।' এবারে সে ছোট-বড় মিলিয়ে একুশটি সরস্বতী প্রতিমার বরাত পেয়েছে। শিল্পীর মা গৌরীদেবী বললেন, 'প্রথম প্রথম পড়াশোনা বাদ দিয়ে কাদামাটি মাখামাখি করায় বকাঝকা করতাম। আবার ভাবতাম শিশুমন, যা করছে করুক। তাই ছেলের প্রতিমা তৈরি করায় বাধাও দিইনি। অনেক সময় তার কাজে সহযোগিতা করি। অভাবের সংসার। ছেলে প্রতিমা বিক্রির অগ্রিম আমার হাতে তুলে দিয়েছে। তা আমাদের সংসারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।'

সাগর। সঙ্গে দুই সহযোগী। ছবি: রমণী বিশ্বাস

প্রতিমা শিল্পী নিলু পাল বললেন, 'ছোট্ট ছেলেটা স্কুলে যাতায়াতের পথে আমার এখানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার হাতের কাজ দেখত। একদিন আমার কাছে এসে আবদার করে, কাকু আমাকে একটা প্রতিমার মুখ তৈরি করা ছাঁচ দিতে হবে। একটা ছাঁচ ওকে দিয়েছিলাম। এখন লোকমুখে শুনছি ভাল প্রতিমা করছে। হাতে-কলমে কাজ না শিখে শুধু চোখের দেখাতেই ছেলেটা যে প্রতিমা গড়ছে, আমি একজন শিল্পী হয়েও তাকে কুর্নিশ করি।' প্রতিবেশী প্রদীপ পান্ডে বললেন, 'ছেলেটার উৎসাহ আছে। দক্ষ শিল্পীর চেয়ে সাগর কোনও অংশে কম নয়।'

আজকাল সুস্থ

প্রকাশিত

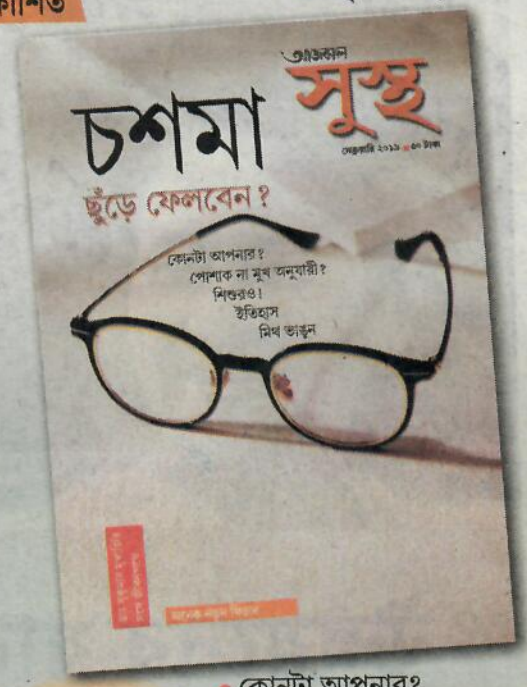

চশমা ছুঁড়ে ফেলবেন?
- কোনটা আপনার?
- পোশাক না মুখ অনুযায়ী?
- শিশুরও!
- ইতিহাস
- মিথ ভাঙুন

অনেক নয়া ফিচার

ডাঃ সুকুমার মুখার্জির সঙ্গে জীবনপথে

সুস্থ এখন ফেসবুকে: www.facebook.com/AajkaalSustha